গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা ভূমি অফিস
দেবহাটা, সাতক্ষীরা
www.debhata.satkhira.gov.bd

স্মারক নম্বর : ৩১.৪৪.৮৭০০.৪৩.০০৩.০১৬.২০২১- ১৫৫ তারিখ: ১৫ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি:

: সংশোধিত জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি:

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সায়রাত -১ অধিশাখা হতে গত ২৩/০২/২০২২ খ্রি. তারিখে ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-২)-৫৪ নং স্মারকে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী দেবহাটা উপজেলার ২০ (কুড়ি) একর পর্যন্ত ০২টি জলমহাল ১। নৌকাভাংগা খাল ৮.৪৪ একর জলমহাল, ২। চাঁদপুর খাল ৬.৮৬ একর জলমহাল বাংলা ১৪২৯ সন হতে ১৪৩১ সন পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে শুধুমাত্র নিবন্ধিত প্রকৃত মৎসজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতির নিকট ইজারা প্রদানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত সিডিউল অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ক্রমিক নং	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
০১	১০ থেকে ২৫ ফাল্গুনের মধ্যে	অনলাইনে আবেদন দাখিল (jm.lams.gov.bd)
০২	২৬ ফাল্গুন থেকে পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মুলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল।
০৩	৫ চৈত্রের মধ্যে	অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদন সমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই বাছাই।
০৪	১০ চৈত্রের মধ্যে	উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন।
০৫	১৫ চৈত্রের মধ্যে	ইজারা অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন
০৬	২০ চৈত্রের মধ্যে	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারা গ্রহীতাকে অবহিতকরণ।
০৭	২৫চৈত্রের মধ্যে	ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে ইজারা মূল্য জমা প্রদান এবং ইজারা গ্রহীতার সাথে ইজারা চুক্তি সম্পাদন।
০৮	১ বৈশাখ	ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া।

: শর্তাবলী:

১। জলমহালের আবেদন ফি বাবদ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার (অফেরতযোগ্য) ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দেবহাটা, সাতক্ষীরা এর নামে আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

২। জলমহাল সরকার নির্ধারিত ইজারা মূল্যের কম মূল্যে ইজারা দেয়া যাবে না।

৩। সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য নির্ধারিত ইজারা মূল্যের ২০% জামানত হিসেবে যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দেবহাটা, সাতক্ষীরা এর নামে আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে যা জলমহাল ইজারার শেষ বছরে ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় হবে।

৪। সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে।

৫। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অবশ্যই সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে।

৬। নির্বাহী কমিটিতে বা সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠানটি আবেদনের যোগ্য হবে না।

৭। প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত/বর্তমানে কার্যকর অন্য কোন সমিতির প্রমাণ স্বরূপ সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র এবং বিগত দুই বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিলের সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন।

৮। কোন ব্যক্তি অথবা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

৯। সদস্য- সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে।

(১০) আবেদন পত্রের সাথে সংগঠন / সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে।

(১১) লিজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্যচাষ, উৎপাদন, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে।

(১২) প্রত্যেকটি মহালের জন্য আলাদা আলাদা আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে, অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ যথা কাটা, ছেঁড়া, ঘসা মাজা ইত্যাদি থাকলে বাতিল বলে গণ্য হবে।

(১৩) আবেদনকারী সমিতি/ সংগঠনের কোন ধরণের জঙ্গি সম্পৃক্ততা/ পূর্বে কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা থাকলে কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে বন্দোবস্ত প্রদান করা হবেনা।

(১৪) কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি / সংগঠন দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত পাবেনা।

(১৫) খামের উপর জলমহালের নাম উল্লেখ করতে হবে।

(১৬) জলমহালের দখল গ্রহণের পূর্বে ৩০০/= (তিনশত) টাকা মূল্যের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রয়োজনীয় চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। যাতে প্রযোজ্য শর্ত সমূহ উল্লেখ থাকবে।

(১৭) জলমহালের ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ হতে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময় জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ একই বছরের ১ বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং একই বছরের ৩০ চৈত্র তারিখে তা শেষ হবে। যদি এই সময়ের মধ্যে কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে, ইজারা প্রাপ্ত সমিতি/ সংগঠন পাবে না এবং জলমহালের পরিসীমা যেখানে যে অবস্থায় আছে, তাহাই সঠিক হিসেবে ইজারাদারকে মেনে নিতে হবে।

(১৮) কর্তৃপক্ষ যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

(১৯) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যারা সমবায়/সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই তারাও আবেদনে অংশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

(২০) সময়মত লিজ মানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লিজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথা নিয়মে লিজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(২১) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি / বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতিকে ১ম বছরের সমুদয় ইজারামূল্যসহ ১৫% ভ্যাট ও ৫% আয়কর বাবদ অর্থ সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখল বুঝে নিবেন।

(২২) ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং পরবর্তী বছরের ইজারামূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

(২৩) আবেদন ফরম ব্যবহারের মেয়াদ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট তারিখ অর্থাৎ যে তারিখের জন্য ক্রয় করা হবে সেই তারিখে এবং যে জলমহালের জন্য ক্রয় করা হবে শুধুমাত্র সে জলমহালের ক্ষেত্রে দাখিলের জন্য প্রযোজ্য হবে। নির্ধারিত তারিখের পূর্বে ক্রয়কৃত কোন আবেদন ফরম দাখিল করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ আবেদন ফরম ক্রয়ের পর আবেদন গ্রহণে কোন তারিখ অতিক্রান্ত হলে পরবর্তী কোন তারিখে এ আবেদন ফরমটি গ্রহণযোগ্য হবে না। উপরোক্ত আবেদনের সাথে সংযুক্ত ব্যাংক ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(২৪) ইজারাকৃত জলমহালগুলি কোনক্রমেই সাবলিজ দেয়া যাবে না, যদি সাবলিজ দেয়া হয়, তাহলে উক্ত জলমহালের ইজারা জেলা প্রশাসক বাতিল করবেন এবং জামানতসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ ইজারা গ্রহীতা পরবর্তী ৩ (তিন) বছর কোন জলমহালের ইজারার জন্য বা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবে না।

(২৫) মামলাজনিত কারণে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসংগত কারণে জলমহালসমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

(২৬) জলমহাল সংক্রান্ত বিধিসমূহ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(২৭) আদালতে কোন মামলা/ প্রাকৃতিক কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্ততার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

(২৮) প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে ইজারা বাতিল করা হবে।

(২৯) লিজ গ্রহিতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন, যাতে কেউ সংশ্লিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনী ভাবে দখল না করে তা নিশ্চিত করবেন।

(৩০) কোন জলমহাল জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরও কেউ যদি ঐ জলমহালের পুনরায় আবেদন পত্র দাখিল করে তাহলে আবেদনটি সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৩১) জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/ অস্থায়ী বাঁধ/ প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সালের মৎস্য সংরক্ষণের কোন বিধান লঙ্ঘিত হয়।

৩২। অনুমোদিত ইজারা গ্রহীতা সরকার বা কালেক্টও কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস শিকার করতে পারবে না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস বিভাগ কর্তৃক সকল নিষেধ বন্দোকস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস আহরণের ক্ষেত্রে পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৩৩। জলমহাল ইজারা দেয়ার পওে কোন সংগঠন/ সমিতি জলমহাল ভরাট বা অন্য কোন অজুহাত উত্থাপন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সমিতি/ সংগঠন সরেজমিনে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রম অংশগ্রহণ করতে হবে।

৩৪। নিদিষ্ট ফরমে আবেদন দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি তাদেও সদস্যদেও নামের তালিকা (ঠিকানাসহ ছবি ও মোবাইল নম্বর) এবং নির্বাহী সদস্যদেও নামের তালিকা (ঠিকানাসহ ছবি ও মোবাইল নম্বর) সংযুক্ত করবেন এবং একই সাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	সায়রাত মহালের নাম	আয়তন (একরে)	বাংলা ১৪২৯ সনের নির্ধারিত ইজারা মূল্য	আবেদনপত্রের মূল্য (অফেরৎযোগ্য)	মন্তব্য
০১	দেবহাটা	নৌকা ভাংগা খাল	৮.৪৪	১,৩৬,৫৫৩/-	৫০০/-	
০২	দেবহাটা	চাঁদপুর খাল	৬.৮৬	৭৩,৫০০/-	৫০০/-	

এছাড়া জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত শর্তাবলী ও বিস্তারিত বিবরণ যে কোন কার্যদিবসে অফিস চলাকালীন উপজেলা ভূমি, দেবহাটা, সাতক্ষীরা থেকে জানা যাবে।

২৮/২/২২

এ.বি.এম. খালিদ হোসেন সিদ্দিকী
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
দেবহাটা, সাতক্ষীরা।
Email: aclanddebhata17@gmail.com

২৮/২/২২

স্মারক নং: ৩১.৪৪.৮৭০০.৪৩.০০৩.০১৬.২০২১- ১৫৫ তারিখ: ২৮/০২/২০২২খ্রি.

প্রাপক : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়/ অবগতি ও কার্যার্থে):

০১। অধ্যাপক ডা. আ.ফ.ম রুহুল হক, মাননীয় সংসদ সদস্য, ১০৭, সাতক্ষীরা-৩

০২। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা।

০৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সাতক্ষীরা।

০৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।

০৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার.....(সকল), সাতক্ষীরা।

০৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি) ..... (সকল), সাতক্ষীরা।

০৭। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, দেবহাটা, সাতক্ষীরা

০৮। উপজেলা সিনিয়র মৎস্য/সমবায়/সমাজসেবা অফিসার, দেবহাটা, সাতক্ষীরা (তাঁকে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানোসহ এলাকায় ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

✓০৯। সহকারী প্রোগ্রামার, উপজেলা তথ্য ও প্রযুক্তি শাখা, দেবহাটা [তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব সাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল]

১০| চেয়ারম্যান,..... (সকল) ইউপি, দেবহাটা,সাতক্ষীরা (তাঁকে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানোসহ এলাকায় ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

১১| ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা.....(সকল) ইউনিয়ন ভূমি অফিস দেবহাটা, সাতক্ষীরা (তাকে সংশ্লিষ্ট এলাকার হাট-বাজার সমূহে বিজ্ঞপ্তিটি ঢোল-সহরত/মাইকযোগে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

১২। সভাপতি/সম্পাদক, জেলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, সাতক্ষীরা।

১৩। সভাপতি/সম্পাদক, উপজেলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।

২৮/২/২২

এ.বি.এম. খালিদ হোসেন সিদ্দিকী
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
দেবহাটা, সাতক্ষীরা।
Email: aclanddebhata17@gmail.com

২৮/২/২২